শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

মুহাররম

ও আশুরার ফজিলত

মুহাররাম ও আশুরার ফজিলত

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ : জোজন আরিফ

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪০, US $ 3. UK £ 2

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

অনলাইন পরিবেশক : **রকমারি, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোথারা মিডিয়া

ISBN : 978-984-96764-0-9

Muharram o Ashurar Fazilat
by **Sheikh Salih Al Munajjid**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

মুহাররামের শ্রেষ্ঠত্ব	০৭
মুহাররামে অধিক পরিমাণে নফল রোজা রাখার ফজিলত	১০
আল্লাহ তাআলা তাঁর পছন্দমতো সময় ও স্থানকে নির্বাচন করেন	১১
আশুরা : ইতিহাসের পাতা থেকে	১২
আশুরার দিন রোজা রাখার ফজিলত	১৭
আশুরার দিন কোনটি	১৯
আশুরার সঙ্গে তাসুআর রোজাও মুসতাহাব	২১
তাসুআর রোজা মুসতাহাব হওয়ার হিকমত	২৩
কেবল আশুরার দিন রোজা রাখার বিধান	২৫
শনিবার বা জুমুআর দিনে আশুরার রোজা রাখার বিধান	২৬
মাসের শুরু সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে করণীয়	২৮
আশুরার রোজা কোন ধরনের গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ	২৯
রোজার পুরস্কারের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করা উচিত নয়	৩০
রমজানের রোজা কাজা থাকাবস্থায় আশুরার রোজা রাখার বিধান	৩২
আশুরায় প্রচলিত বিদআতসমূহ	৩৪

মুহাররামের শ্রেষ্ঠত্ব

মুহাররাম বরকতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। হিজরি মাসের সূচনা হয় মুহাররামের মাধ্যমে। এ মাস সম্মানিত চারটি মাসের অন্যতম।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২টি। তার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। এটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এ মাসসমূহের মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না...। [সুরা তাওবা : ৩৬]

আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

السَّنَةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثَةٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ، الذي بيْنَ جُمادى وشَعْبانَ.

বছর হলো ১২ মাসের সমষ্টি। এর মধ্যে চারটি 'নিষিদ্ধ মাস'। তিনটি হচ্ছে পরস্পর অব্যবহিত ও বিরতিহীন—জিলকদ,

জিলহজ ও মুহাররাম। চতুর্থটি হচ্ছে মুজার গোত্রের রজব, যা জুমাদিউস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস।[১]

মুহাররাম (مُحَرَّم)-এর অর্থ হলো পবিত্র, সম্মানিত। আল্লাহ তাআলার বিধানে মুহাররাম পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য। যেহেতু এটি হারাম মাসের একটি, তাই একে 'মুহাররাম' নামকরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾

তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। [সূরা তাওবা : ৩৬]

অর্থাৎ, এই পবিত্র মাসসমূহে তোমরা গুনাহের কাজ করো না। কারণ, এ মাসসমূহে গুনাহে লিপ্ত হওয়া অন্যান্য মাস থেকে বেশি নিকৃষ্ট।

ইবনু আব্বাস রা. থেকে আলি ইবনু আবি তালহা রা. বর্ণনা করেছেন; ইবনু আব্বাস রা. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বছরের ১২ মাসের কোনো মাসেই তোমরা পাপ করো না। তবে নিষিদ্ধ চার মাসে কোনো পাপ করা অন্য কোনো মাসে পাপ করার চেয়ে অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য। অতএব, তার শাস্তিও অধিকতর কঠোর। একইভাবে নিষিদ্ধ তথা সম্মানিত চার মাসে কোনো নেক আমল করাও আল্লাহর কাছে অধিকতর পছন্দনীয়। অতএব, তার পুরস্কারও অধিকতর বড় ও বেশি।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ রাহ. বলেন, যদিও বছরের যেকোনো মাসে যেকোনো সময়ে গুনাহ করা অপরাধ; তথাপি 'নিষিদ্ধ চার মাসে' গুনাহ করা বছরের অন্য যেকোনো সময় গুনাহ করার চেয়ে

[১] সহিহ বুখারি : ৩১৯৭, শায়খ জুহায়ের ইবনু নাসির তাহকিককৃত।

অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য। এভাবে আল্লাহ তাআলা যে সৃষ্টিকে, যে সময়কে বা যে কাজকে ইচ্ছা করেন, তাকে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের থেকে কিছু ফেরেশতাকে বার্তাবাহক মনোনীত করে তাঁদের অন্যান্য ফেরেশতার চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি মানুষের থেকে কিছু মানুষকে রাসুল মনোনীত করে তাঁদের অন্যান্য মানুষের চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহর জিকির ও স্মরণে উচ্চারিত কথাকে তাঁর অন্যান্য কথার চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি পৃথিবীর স্থানসমূহের মধ্য থেকে মসজিদসমূহকে অন্যান্য স্থানের চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি বছরের মাসসমূহের মধ্য থেকে রমজান মাসকে এবং নিষিদ্ধ তথা সম্মানিত চার মাসকে অন্যান্য মাসের চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্য থেকে জুমুআর দিনকে সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি বছরের দিনসমূহের মধ্য থেকে লাইলাতুল কদর (শবেকদর)-কে বছরের অন্যান্য দিনের চেয়ে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন।

কোনো বিষয়ের ওই পরিমাণ সম্মান করা উচিত, যে পরিমাণ সম্মান আল্লাহ তাআলা তাতে দান করেছেন। এসব বিষয়ের সম্মান না করা হারাম। এ মাসগুলোতে যা হারাম, তা হালাল করা এবং যা হালাল, তা হারাম করা উচিত নয়; যেমন মুশরিকরা করত। এটিই জ্ঞানীদের সুবিবেচিত প্রত্যয়।[১]

[১] তাফসিরু ইবনি কাসির, সুরা তাওবা : ৩৬-এর সারসংক্ষেপ।